বছর শেষে আরামবাগ মহকুমায় চার দুর্ঘটনায় মৃত মোট ৭, আহত ১৬, শ্রদ্ধা জানাতে আংশিক বন্ধ আরামবাগ উৎসব

লরি-বোলোরো মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত একই পরিবারের ৫

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

সম্প্রতি হুগলির আরামবাগ মহকুমা জুড়ে দুর্ঘটনার সংখ্যা খুবই বেড়ে গেছে। বছর শেষে তা পৌঁছে গেল একেবারে শিখরে। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই চারটি দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল ৭জনের। এছাড়াও আহত হয়েছেন ১৬ জন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল গোঘাটের মান্দারণ গেটের কাছে দুর্ঘটনায় একই পরিবারের ৫জন মারা গেছেন। আহত হয়েছেন আরও ৫জন। প্রশাসন ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতরা আরামবাগ শহরের মিঞাপাড়ার বাসিন্দা। সকলেই এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবী সেখ সেকেন্দারের পরিবারের সদস্য ও আত্মীয়। শুক্রবার দুটি গাড়িতে করে আরামবাগ থেকে এই সব পরিবারের সদস্যরা দিঘা বেড়াতে গিয়েছিলেন। শনিবার সেখান থেকে ফিরছিলেন। একটি গাড়িতে ৮জন আগেই আরামবাগে পৌঁছে গিয়েছিলেন। এই বোলেরো গাড়িটি কিছুটা দেরিতে দিঘা থেকে বেরিয়েছিল। এতে মোট ১০জন ছিলেন। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ ৭নং রাজ্য সড়কের উপর গোঘাটের মান্দারণ গেটের কাছে গাড়িটির সঙ্গে একটি লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ৫জনের। তাঁরা হলেন সেখ আবু বক্কর (৩৭), তাঁর স্ত্রী মর্জিনা বেগম (৩৭), তাঁর ছোট ভাই সেখ মহম্মদ খলিল(৩১), আবু বক্করের দাদা সেখ সেলিমের ছেলে ওসমান গনি (১৬) এবং মেজো বোনের মেয়ে মরিয়ম ওরফে ফতেমা খাতুন (২০)। ফতেমার বাড়ি পুরশুড়ার চিলাডাঙ্গীতে। সে তারকেশ্বরের চাঁপাডাঙ্গা রবীন্দ্র মহাবিদ্যালয়ে ভূগোলে অর্নাস নিয়ে পড়ছিল। এছাড়া আহতদের মধ্যে খলিলের স্ত্রী রেশমা বেগম, ছেলে ইকবাল, রেশমার বোন এবং ফতেমার ভাইকে কলকাতার অ্যাপোলো হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁদের সকলেরই অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। এছাড়া ওসমানের বোনের চিকিৎসা চলছে আরামবাগেই। তার অবস্থা কিছুটা ভালো। দুর্ঘটনার পরেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় গোঘাট থানার পুলিশ। তারা মৃত এবং আহত সকলকে উদ্ধার করে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। গুরুতর আহতদের রাতেই পাঠানো হয় কলকাতায়। এদিকে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়েই আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ছুটে যান আরামবাগ বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, উপপৌরপ্রধান রাজেশ চৌধুরীসহ এলাকার তৃণমূল নেতানেত্রীরা। পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও হাসপাতালে গিয়ে আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। রবিবার সকালেও বিভিন্ন জনপ্রতিনিধি আরামবাগ হাসপাতালে যান। সাধারণ মানুষও তাঁদের বাড়ি ও হাসপাতালে ছুটে যান। অনেকেই এই ঘটনায় কান্নায় ভেঙে পড়েন। কারণ এই পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই নানা সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। উল্লেখ্য, আবু বক্করের এক ভাই সেখ সফিকুল আলম আরামবাগ শহর আইএনটিটিইউসির সভাপতি এবং আর এক ভাই সেখ বেলাল যুব তৃণমূলের আরামবাগ শহর সভাপতি। এই ঘটনার খবর পেয়ে আরামবাগে ছুটে আসেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত ও অসীমা পাত্র, হুগলি জেলা সভাধিপতি মেহেবুব রহমান, সাংসদ অপরূপা পোদ্দার প্রমুখ। তাঁরা শোকার্ত পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা জানান। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, এদিন বিকালে মৃতদের দেশের বাড়ি আরামবাগের মুথাডাঙ্গার শুশনিপাড়ায় সমাধিস্থ করা হয়। সেখানে তাঁদের বিদায় জানাতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে।

অন্যদিকে আরামবাগ পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী জানান, এই মর্মান্তিক ঘটনায় আরামবাগবাসী শোকস্তব্ধ। বছর শেষে এধরনের ঘটনা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তাই এদিন আরামবাগ উৎসবে স্থানীয় শিল্পীদের সমস্ত অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়। সমাধিস্থ না করা পর্যন্ত অন্য সমস্ত অনুষ্ঠান বন্ধ রাখা হয়।

অন্যদিকে রবিবার দুটি পৃথক দুর্ঘটনায় পুরশুড়া দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন পুরশুড়া ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের রাউতাড়া গ্রামের পাঁচুগোপাল রায় (৬৮)। তিনি ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য। একদিনের জন্য তিনি প্রধানও ছিলেন। জানা গেছে, স্ত্রী ছাড়াও তাঁর পাঁচ মেয়ে ও দুই ছেলে আছে। তিনি এদিন সকালে বাইকে করে তারকেশ্বর যাচ্ছিলেন। তখন পুরশুড়ার জঙ্গলপাড়ার কাছে দ্রুত গতিতে ছুটে যাওয়া একটি লরি তাঁকে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে শ্রীরামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এলাকার মানুষ এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন। তাঁরা এর জন্য দ্রুতগতিতে যানবাহন চলাচলকেই দায়ি করেন। প্রতিবাদে বেশ কিছুক্ষণ আরামবাগ-কলকাতা ২নং রাজ্যসড়ক অবরোধ করেন। পরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে অবরোধ তুলে নেন।

এছাড়াও এদিন পুরশুড়ার কেলেপাড়ায় এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় মনসা বাগের (২২)। মৃতের বাড়ি পুরশুড়ারই রণবাঁধপুরে। তিনি রাজমিস্ত্রির অধীনে দিনমজুরের কাজ করতেন। এদিন তাঁরা কয়েকজন একটি ইঞ্জিন ভ্যানে করে বাড়ি থেকে পুরশুড়ার দিকে যাচ্ছিলেন। তখন ইঞ্জিন ভ্যানটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি দেওয়ালে ধাক্কা মারে। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা মনসাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে শনিবার সন্ধ্যায় গোঘাটের পাতুলসাঁড়ায় এক পথদুর্ঘটনায় ৯জন জখম হন। সকলেই গোঘাটের নকুণ্ডা গ্রামের বাসিন্দা। তাঁরা একটি মারুতি ভ্যানে করে আরামবাগ উৎসব দেখতে যাচ্ছিলেন। তখনই পথে একটি লরির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। আহতদের মধ্যে ৬জনকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্ত্রীকে গুণ্ডা লাগিয়ে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, হুগলি ঃ স্ত্রীকে গুণ্ডা লাগিয়ে মারধরের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন স্বামী। হুগলির শ্রীরামপুরের কুমিরজলা এলাকার বাসিন্দা শুভেন্দু মল্লিকের বিরুদ্ধে তাঁর স্ত্রী শিল্পী মল্লিকের অভিযোগ, গুণ্ডা নিয়ে এসে তাঁকে মারধর করা হয়েছে। শিল্পীদেবীর অভিযোগ, তাঁর স্বামী ভুয়ো চিকিৎসক। এটা জানার পর থেকেই তাঁর উপর নির্যাতন শুরু হয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার তাঁকে মারধর করা হয়েছে। শনিবারও কয়েকজন বহিরাগতকে নিয়ে এসে বাড়িতে তালা ভেঙে ঢোকেন তাঁর স্বামী। মারধর করা হয় ও ভয় দেখানো হয়। অভিযোগ অস্বীকার করে শুভেন্দু মল্লিকের দাবী, তাঁর বাড়ি দখল করে রেখেছেন শিল্পীদেবী। শুক্রবার তিনি সারারাত বাড়িতে ঢুকতে পারেননি গেটে তালা দেওয়া থাকায়। পুলিশের নির্দেশে শনিবার লোক নিয়ে গিয়ে তালা ভেঙে বাড়িতে ঢুকেছেন। শুভেন্দুবাবুর পাল্টা অভিযোগ, আগেও অনেকবার আটকে রেখে মারধর করেছেন তার স্ত্রী। থানায় অভিযোগও হয়েছে। সার্জেন হিসাবে শুভেন্দু মল্লিক চিকিৎসক করেন, তাঁর ডিগ্রি ভুয়ো কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এরকম অভিযোগ আগেও হয়েছে। আদালত তা বিচার করবে। ২০১৩ সালে শিল্পী মল্লিকের সঙ্গে বিবাহ হয় শুভেন্দু মল্লিকের। ২০১৪ সালে পিপল ফর বেটার ট্রিটমেন্ট এর পক্ষ থেকে শুভেন্দুবাবু বিরুদ্ধে শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়। তিনি যে চিকিৎসক, তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর কত, তার স্বপক্ষে কোনো কাগজ দেখাতে পারেননি শুভেন্দুবাবু। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে। কিছুদিন জেল খাটার পর জামিনে ছাড়া পান তিনি। আদালতে সেই মামলা বিচারাধিন। একই বাড়িতে আলাদা থাকেন স্বামী ও স্ত্রী।

রাজ্যব্যাপী বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাট ঃ হুগলি জেলার কামারপুকুর আর্ট মিউজিয়াম এবং হুগলি গ্রামীণ পুলিশের উদ্যোগে কামারপুকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা বিদ্যা মহাপীঠে অনুষ্ঠিত হল 'সারা বাংলা বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'। এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আরামবাগের এডিপিও হরেকৃষ্ণ পাই। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী তপন মণ্ডল, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী হরিপ্রসাদ মেদ্দা, বিশিষ্ট কবি সাধন বারিক, প্রাক্তন স্কুল পরিদর্শক আশিসবরণ সামন্ত, কামারপুকুর ভিএসবি ক্লাবের সম্পাদক আশিস দে, গৌরীপদ গাঙ্গুলি প্রমুখ। প্রায় তিন হাজার প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। ২টি হাত নেই এরকম একজন প্রতিযোগী প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এসডিপিও হরেকৃষ্ণ পাই বলেন, মানুষের জীবনে শিল্প এমন একটি জিনিস তা মানুষের চরিত্র গঠনে সহযোগিতা করে। প্রতিযোগিতায় পুরস্কার পাওয়া বড় কথা নয়, অংশ নেওয়াটাই বড় কথা। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন কামারপুকুর কলেজ ছাত্র সংসদ, কামারপুকুর এন সি সি এবং কলেজ কর্তৃপক্ষ।

ফলাফল জানানো হবে ৫ই জানুয়ারি। পুরস্কার দেওয়া হবে ১৪ই জানুয়ারি সকাল ১০টায়।

পরিকাঠামোর অভাবে পিছিয়ে যাচ্ছে হকি ঃ গুরুবক্স

নিজস্ব সংবাদদাতা, রিষড়া ঃ 'দক্ষতা নয়, সঠিক পরিকাঠামোর জন্যই পিছিয়ে যাচ্ছি আমরা'। ভারতীয় হকি প্রসঙ্গে এমনই মতামত প্রকাশ করলেন প্রাক্তন অলিম্পিয়ান গুরুবক্স সিং। হুগলির রিষড়ার বারুজীবী শ্রীগুরু হাইস্কুল ময়দানে চন্দননগর কমিশনারেটের পরিচালনায় এবং রিষড়া থানার সহযোগিতায় 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' কে সামনে রেখে দুদিন ব্যাপী হকি প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। মহিলা ও পুরুষ বিভাগে ৮টি করে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে। পুরুষদের বিভাগে এ জি বেঙ্গল বনাম চন্দননগর কমিশনারেট চূড়ান্ত খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। এই খেলাটিতে রবিবার অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন ভারতীয় হকিদলের এই প্রাক্তন কিংবদন্তী।
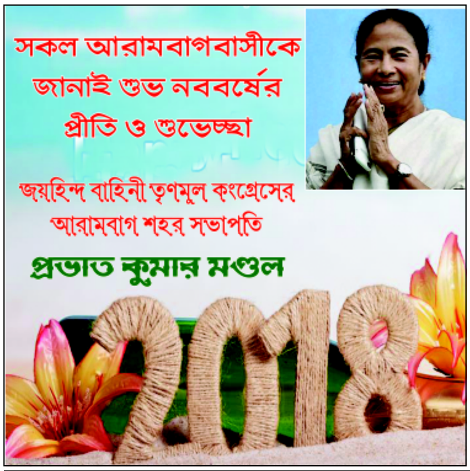
যেখানে এসে তিনি বলেন, দক্ষতার কোনও রকম অভাব নেই। সঠিক পরিকাঠামোর অভাবের জন্যই ভারতীয় হকি পিছিয়ে যাচ্ছে।